দুইপ্রকার উপাসকের হৃদয়েই ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভগবদুপাসকগণের হৃদয়ে যে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, সেটি আনুসঙ্গিক অর্থাৎ অপ্রধানভাবে। আর ব্রহ্ম-উপাসকগণের হৃদয়ে যে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়, সেটি স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রধানরূপে। ভগবৎ উপাসকগণ কিন্তু ভগবৎশক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে "ত্বং-পদার্থ" জীবচৈতন্যের সহিত কিছু ভেদেই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ ভেদরূপে যে অনুভব করেন, সে বিষয়ে শ্রীভগবদ্গীতাতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আছে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥" কোনও কোনও ভক্তিসাধক ক্রমমুক্তির রীতি অনুসারে মুক্তিসুখ অনুভবের আশায় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্ত্বার উপলব্ধি করেন বলিয়া সমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। এইপ্রকার অবস্থা প্রাপ্তির পর আমাতে (শ্রীভগবানে) পরাভক্তি (লয়-বিক্ষেপশূন্যা, তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্না) লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও "আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে--আত্মারাম মুনীশ্বরগণ শ্রীহরিগুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ইত্যাদি প্রমাণানুসারে ভক্তি-সাধকের শ্রীভগবানে পরাখ্য ভক্তির পরিকররূপেই ব্রহ্মানুভব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্যের সহিত অভেদরূপেই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং" ৩।১৫।৪৮॥ চতুঃসন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকে স্তবকরতঃ বলিয়াছিলেন—হে নাথ! যাঁহারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগত, তাঁহারা তোমার মোক্ষনামক আত্যন্তিক-প্রসাদকেও আদর করেন না। এইরূপ উক্তির দ্বারা অন্য মোক্ষার্থীগণের নিকটে আত্যন্তিকরূপে সমাদৃত সেই জীব ও ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদ অনুসন্ধানের ফলরূপ মোক্ষকেও পরমবিজ্ঞভক্তি-রসিকগণ আদর করেন না। ভক্তিরসিক মহানুভবগণ সেই অভেদ-অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানসাধনের মুখ্য ফলরূপ মোক্ষের আদর করেন না—তাহাই মাত্র নয়, ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া "নারায়ণ-পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ॥" ৬।১৭।২৮। যাঁহারা শ্রীনারায়ণপরায়ণ, তাঁহারা সকলেই কোথা হইতেও কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। যেহেতু তাঁহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্য-কার্য্যকারীরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন—মুর্দ্ধণ্য "ষ" এবং "র" এই